যুগান্তর

তারিখ 26 FEB 2016
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ২

জুমার খুতবা

বাংলা ভাষায় হওয়া জরুরি

আল ফাতাহ মামুন

'ওহে বিশ্বাসীরা! যখন তোমাদের জুমার নামাজের জন্য ডাকা হয়, তখন তোমরা আল্লাহর স্মরণ নামাজের দিকে দৌড়াও এবং বেচাকেনা বন্ধ করে দাও। এটা তোমাদের জন্য বেশি ভালো। যদি তোমরা জানতে।' (জুম'আ, ৬২:৯।) জুমা ছাড়া আর কোনো নামাজের জন্য বেচাকেনা বন্ধ করে দৌড়ানোর নির্দেশ দেয়া হয়নি। জুমা মুসলমানদের সাপ্তাহিক কর্মসূচি প্রণয়নের দিন। নামাজের আগে খতিব আগামী এক সপ্তাহের করণীয়-বর্জনীয় এবং জাতীয়-আন্তর্জাতিক ইস্যু নিয়ে আলোচনা করবেন। যুব সমস্যা মোকাবেলা, দুস্থ-বিধবাদের পুনর্বাসন, বেকারত্ব নিয়ে নবীর শিক্ষায় যুগোপযোগী আদর্শ খুতবা প্রণয়ন করতে পারলে দেশে ইসলামের চেহারাই পাল্টে যেত। রাসূল (সা.)-এর সময় জনসংখ্যা কম ও প্রচার ব্যবস্থা না থাকায় মানুষ দূর-দূরান্ত থেকে মসজিদে নববীতে এসে জুমা পড়তেন এবং আগামী সপ্তাহের কর্মসূচি বুঝে নিতেন। রাসূল (সা.)-এর খুতবা ছিল সমসাময়িক জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ইস্যু সংবলিত। হজরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, 'কোনো এক জুমায় রাসূল (সা.) খুতবা দিচ্ছিলেন। এমন সময় একজন বলল, হুজুর! অনাবৃষ্টির কারণে পশুপাখি মরতে বসেছে। আমাদের জীবন দুর্বিষহ হয়ে পড়েছে। রাসূল (সা.) সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টি বর্ষণের দোয়া করলেন। পরের জুমায় ওই ব্যক্তি বলল, হুজুর অতিবৃষ্টির কারণে ফসল নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত হয়ে পড়েছে। রাসূল (সা.) সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টি বন্ধের প্রার্থনা করলেন।' (বুখারি : ১০১৩, মুসলিম : ৮৯৭।) অনাবৃষ্টি ও অতিবৃষ্টি দুটিই জাতীয় সমস্যা। রাসূল (সা.) খুতবায় এ দুটিকে প্রাধান্য দিয়েছেন।

নবীজী (সা.)-এর সময় এক মসজিদ, এক ইমাম, এক খুতবা পড়া হতো। মদিনাজুড়ে সপ্তাহব্যাপী ওই খুতবারই অনুসরণ চলত। বর্তমান বিশ্বে জনসংখ্যা বেশি হলেও প্রচার ব্যবস্থা হাতের নাগালে রয়েছে। আমরা কী পারি না প্রযুক্তির মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী মুসলমানের জন্য 'একটি খুতবা' অনুসরণ করতে? আমাদের দেশের সরকার ও ধর্মচিন্তাবিদরা মিলেমিশে প্রতি জুমার জন্য একটি যুগোপযোগী খুতবা তৈরি করে খতিবদের হাতে পৌঁছে দিতে পারলে দেশের হাজারো সমস্যা দূর হয়ে যেত। যৌতুক, বাল্যবিয়ে, মাদক, সন্ত্রাস, শিশু হত্যা, জাতীয় সম্পদের অপচয়, ইভটিজিং, ধর্ষণ, দুর্নীতি, সুদ, ঘুষ— এগুলোর যে কোনো একটি সমস্যা নিয়ে কোরআন ও বিজ্ঞানের আলোকে দেশব্যাপী খুতবা পড়া হলে নামাজ শেষে বিষয়টি সাধারণ মানুষের আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হবে। জনসচেতনতা বাড়বে। অপরাধ কমবে। অত্যন্ত দুঃখজনক হলেও সত্য! আমাদের দেশের খুতবাগুলো আধুনিক গল্প-গুজবে ভরা। ফলে খুতবার সময় জাতির কর্ণধার ভবিতব্য নেতৃত্ব তরুণদের উপস্থিত লক্ষণীয়-সন্তোষজনক নয়। অধিকাংশ তরুণ নামাজের আগমুহূর্তে এসে নামাজ পড়েই চলে যায়। আর যেসব তরুণ খুতবার সময় আসে, তারা দোতলা-তিনতলায় গালগল্প-আড্ডা দিয়ে সময় পার করে।

খুতবার আধুনিকায়ন বা এক খুতবায় জুমার নামাজ পড়ার আগে যে বিষয়টি গুরুত্ব দিতে হবে তা হল মাতৃভাষায় খুতবা প্রণয়ন। আরবি 'খুতবা' শব্দের অর্থ ভাষণ। মাতৃভাষায় না হওয়ার কারণে শ্রোতারা যদি ভাষণ বুঝতে না পারে তবে ভাষণের স্বার্থকতা প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে পড়ে। রাসূল (সা.) জীবনভর মাতৃভাষায় খুতবা দিয়েছেন। সাহাবিরা (রা.) সবালীলভাবে বুঝেতে পেরেছেন। নবী আদর্শের সমাজ প্রতিষ্ঠায় আমাদেরও উচিত মাতৃভাষায় খুতবা পড়া। যাতে শ্রোতারা সহজে খুতবার বিষয় বুঝতে পারে। আল্লাহ বলেন, 'আমি নিজের বাণী পৌঁছানোর জন্য যখনই কোনো রাসূল পাঠিয়েছি, সে তার সম্প্রদায়ের ভাষায় বাণী পৌঁছিয়েছে। যাতে সে তাদের খুব ভালো করে পরিষ্কারভাবে বুঝাতে পারে।' (সূরা ইবরাহিম : ৪।) হজরত আবুজার (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা.) বলেছেন, 'মহিমান্বিত আল্লাহ প্রত্যেক নবীকে নিজ উম্মতের ভাষাভাষী করে প্রেরণ করেছেন।' (মুসনাদে আহমাদ : ২০৯০১)। খুতবা যেহেতু আল্লাহর বাণী-জিকির তাই নবীর উত্তরসূরিদের নিজ মাতৃভাষায় খুতবা পড়তে হবে। এটি কোরআনের নির্দেশ, নবীর সুন্নাত, খোলাফায়ে রাশেদীন ও সাহাবায়ে কেরামদের (রা.) আমল। মাজহাবের ইমামদের ফতোয়াও অভিন্ন নয়। ইমাম আবু হানিফা, শাফেয়ী ও আহমদ (রহ.)-এর মতে, মাতৃভাষায় খুতবা পড়া বৈধ। (তানকিহুর রুওয়াত : ১/২৬৪, মারাক্বিল ফালাহ : ২৭ পৃ.।) ইমাম মালেকের মতে খুতবার মূল বিষয় আরবি হওয়া আবশ্যক। একুশ শতকের শ্রেষ্ঠ হাদিস বিষেজ্ঞ শায়েখ উসাইমিন (রহ.) বলেন, 'শ্রোতারা বুঝে না এমন ভাষায় খুতবা পড়া বৈধ নয়। শ্রোতারা আরবি না জানলে তাদের মাতৃভাষায় খুতবা পড়তে হবে।' (ফতোয়ায়ে আরকানুল ইসলাম : ৩৯৩ পৃ.।) সুষ্ঠু-সুন্দর, শান্তিময়-তাকওয়াভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠায় মাতৃভাষায় খুতবা প্রণয়নের বিকল্প নেই। পাশাপশি জাতীয় ইস্যু হিসেবে দেশব্যাপী এক খুতবা হওয়া জরুরি।

Email: alfatahmamun@gmail.com